গুরু পাপে গুরু দন্ড!

আ. আ. গিফারী[*]

০২-০১-০৭

গত ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৬ ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রেসিডেন্ট (স্বৈরশাসক) সাদ্দাম হোসেনকে (৬৯) ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে। ২৬শে ডিসেম্বর ইরাকের আপিল আদালত সাদ্দামের প্রতি মৃত্যুদন্ডের রায় বহাল রাখার মাত্র চারদিনের মধ্যে অত্যন্ত গোপনে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলামানদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা'র দিনে এই রায় কার্যকর করা হলো। বার্তাসংস্থার ভাষ্য মতে, ফাঁসির মঞ্চে নেওয়ার সময় সাদ্দাম ছিলেন একদম ভাবলেশহীন, নির্বিকার; কোন প্রকার বাধাই তিনি দেন নি। নিজের কাছে রাখা পবিত্র কোরান শরিফ অন্য একজনের কাছে দিয়ে নীরবে হেঁটে উঠে যান ফাঁসির মঞ্চে। তবে, ফাঁসি কার্যকর করার সময় কালো কাপড়ে মুখ ঢাকার নিয়ম থাকলেও তিনি তা করতে রাজি হননি। (আমরা একই রকম দৃশ্য, ইরাকের সরকারি টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত বিবিসি, সিএনএন'এর মাধ্যমে ভিডিওচিত্রে দেখেছি।) সাদ্দামের মরদেহ এরই মধ্যে তাঁর জন্মস্থান তিকরিতে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যমগুলোর বক্তব্য মতে, এই ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার ফলে ইরাকে, মধ্যপ্রাচ্যে এমন কী বিশ্বে "সাদ্দাম" নামক একটি অধ্যায়ের যাবনিকাপাত ঘটল!!

(১৯৩৭-২০০৬)

এবার একটু পেছনে ফেরা যাক। সাদ্দাম হোসেন ১৯৭৯-২০০৩ সাল পর্যন্ত মার্কিন আগ্রাসনের (মার্চ, ২০০৩) আগ পর্যন্ত দীর্ঘ চব্বিশ বছর স্বাধীন ইরাকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। ২০০৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ইরাকের তিকরিতে একটি বাংকার থেকে মার্কিন সৈন্যরা সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করে। ২০০৪ সালের জুলাই মাসের দিকে সাদ্দামের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। এসময় সাদ্দামের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালে সংঘটিত দুজাইল গণহত্যাযজ্ঞের অভিযোগ আনা হয়। ২০০৫ সালে এর বিচার শুরু হয়। আদালতে সাদ্দামের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হওয়ার পর থেকেই এই সাজানো বিচার প্রকৃয়া নিয়ে সারা বিশ্বে তীব্র সমালোচনা ঝড় উঠে। পর্দার অন্তরালে রেখে অনেককেই সাদ্দামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শোনা যায়। এমন কী এই সকল অভিযোগকারীর অনেকের নামই জানা যায় নি, এরা কী সত্যই সাদ্দাম কর্তৃক দুজাইল হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন? তারপরও এই ধরণের পরিকল্পিতভাবে সাজানো বিচারের মাধ্যমে গত ৫ই নভেম্বর, ইরাকি আদালত ২০০৬ সাদ্দামের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ প্রদান করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সহ বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাগুলো সাদ্দামের বিরুদ্ধে এরকম একতরফা বিচার প্রকৃয়া ও ফাঁসির রায় কার্যকর করার ব্যাপারে তীব্রবিরোধিতা করেছে। পাশাপাশি আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশ এই ধরণের অস্বচ্ছ, অন্যায়, প্রতিহিংসাপরায়ণ বিচার প্রকৃয়ার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু হায়! আমাদের দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বড় দুই রাজনৈতিক দলের উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এই অন্যায় আচরণের ব্যাপারে একদম নিশ্চুপ। (এই নিশ্চুপ আচরণের রহস্য কী!!)

---

[*] আবুজর আল গিফারী : শৌখিন লেখক ও প্রাবন্ধিক।

পশ্চিমা সকল গণতান্ত্রিক সরকারসহ গণমাধ্যমগুলোর কাছে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। সময়ের স্বল্পতার কারণে সবগুলো অভিযোগ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো না। সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিযোগ তুলে ধরা হলো :

প্রথম অভিযোগ, সাদ্দাম একজন নৃশংস, স্বৈরশাসক। তিনি গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির ধার ধারেন না। তিনি নিজের দেশেই ভিন্নমতীদের দমনে চরমপন্থা গ্রহণ করেছেন বহুবার। প্রতিবেশ দেশ ইরান, কুয়েতও তিনি আগ্রাসন চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করেছেন। ১০০ভাগ সত্যি কথা। আমরাও তা স্বীকার করি। একজন লৌহমানব হিসেবে সাদ্দাম হোসেনের নৃশংসতা'র নজির আমরা গতশতকে বহুবার দেখেছি। এরকম কিছু নৃশংসতার উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করছি :-

(১) সাদ্দাম হোসেন ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষমতাসীন তাঁর রাজনৈতিক দল বার্থ পার্টির বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়। এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইরাকি প্রশাসনের ২১ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে কোন ধরণের স্বচ্ছ আইনি প্রকৃয়া ব্যতিরেকেই সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশে ফাঁসি দেয়া হয়।

(২) ১৯৭৯ সালের ২২শে জুলাই, বাথ পার্টির কয়েক জন উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বকে (সাদ্দামের প্রতিদ্বন্দ্বী) হত্যা করা হয়।

(৩) ১৯৮০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর। ইরাকি সেনারা সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরানে হামলা চালায়। এই যুদ্ধ প্রায় দীর্ঘ আট বছর স্থায়ী হয়। (তবে ভুলে গেলে চলবে না, এই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকি প্রশাসনকে প্রত্যক্ষভাবে সামরিক ও নৈতিক সমর্থন যুগিয়ে এসেছিল।) দীর্ঘ যুদ্ধে উভয় দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদ-জানমাল নষ্ট হয়। আর উভয় দেশের নিরীহ জনগণের মৃত্যুর হিসাব অগণিত। ইরানি প্রশাসনের ভাষ্য মতে, এই চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে তাদের দুই লক্ষেরও বেশি জনগণকে হারিয়েছে। এবং ইরাকি প্রশাসনের ভাষ্য মতে, তাদের আট লক্ষেরও বেশি সামরিক-বেসামরিক জনগণ নিহিত হয়েছে। যদিও এই ধরণের হিসাব নিয়ে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেছে। নিরপেক্ষ বেসরকারি সংস্থার মতে, উভয় দেশের তিন লক্ষেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে, দুই লক্ষেরও বেশি লোক আহত হয়েছে, বন্দী হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে। আর উভয়দেশেরই সামরিক-বেসামরিক দিক দিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতি হয়েছে পাঁচশো বিলিয়ন ডলার ওপরে। এই বিপুল পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞের ভার স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনের ওপর থেকে কোনোরকমেই সরানো যায় না। পাশাপাশি এরসাথে ইরানি নেতৃত্ববৃন্দের হটকারিতা ও আমেরিকার দায়িত্ব জ্ঞানহীন কর্মকান্ডকে এই গণহত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্ত দেয়া যায় না।

(৪) ১৯৮২ ইরাকের দুজাইলে সফরকালে তাঁর গাড়িবহরে হামলার অভিযোগে ১৪৮ জনকে হত্যার নির্দেশ দেন।

(৫) ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে ইরাকে কুর্দিদের বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে হালবজা শহরে জৈব-রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার ঘটানো হয়। এতে প্রায় পাঁচ হাজারের ওপর নিরীহ লোক মারা যায়। তবে এই নৃশংস হামলার পরও তৎকালীন আমেরিকার প্রশাসন ইরাকি প্রশাসনের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছিল, এই হত্যাকান্ডের জন্য ইরান দায়ী থাকতে পারে!

(৬) ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে দখল করে নেয় এবং নিজেদের ১৯তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে। এসময় বিশ্বনেতৃবৃন্দ ইরাকি এই আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানালেও সাদ্দাম হোসেন তাতে কর্ণপাত করেন নি। পরবর্তীতে শুরু হয়, উপসাগরীয় যুদ্ধ। এরই মধ্যে আমেরিকার অবস্থানও পাল্টে গিয়েছিল। আমেরিকা তখন কুয়েতকে উদ্ধারের নাম করে মিত্রবাহিনী তৈরির ঘোষণা দেয়। আমেরিকার সাথে তক্ষনাৎ জোটবদ্ধ হয় ৩৭টি দেশ (মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিসহ, ইউরোপ, এশিয়া'র প্রভৃতি দেশ)ও একটি বহুজাতিক গ্রুপ। পরবর্তীতে ইরাকের সাথে মিত্রবাহিনীর প্রচন্ড যুদ্ধের পর ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ সালে কুয়েত ইরাক থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এই যুদ্ধেও ইরাক, কুয়েত প্রভৃতি দেশের বহুসংখ্যক লোক হতাহত হয়, অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

(৭) ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর সাদ্দাম হোসেন ইরাকের অভ্যন্তরে শিয়া, কুর্দী বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন।

(৮) সাদ্দামের হোসেনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাদ্দামের দুই জামাতা স্বপক্ষ ত্যাগ করে জর্ডানে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে ইরাকে পুনরায় ফিরে এলে ১৯৯৬ সালে সাদ্দামের নির্দেশে তাঁদের হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় অভিযোগ সাদ্দাম হোসেনের প্রশাসন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। নাইন-ইলিভেনের আক্রমনের আগে সন্ত্রাসীরা ইরাক থেকে আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াও সাদ্দামের সাথে প্রত্যক্ষ বৈঠক করেছিল। উত্তরে বলতে হয়, এই ধরণের অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন ২০০৩ সালে ইরাকে হামলার আগে এই ধরণের অভিযোগ করে, আক্রমণের বৈশ্বিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। তবে এ ধরণের অভিযোগ বিশ্বদরবারে হালে পানি পায় নি। বরঞ্চ বলা যায়, সাদ্দামের প্রশাসনই মধ্যপ্রাচ্যে কিছুটা হলেও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণ করতো। সাদ্দাম শাসনামলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারিক আজিজ নিজেই আরব খ্রিষ্টান ছিলেন। এরকম আরো বেশ কয়েকজন ভিন্নধর্মালম্বী প্রশাসনে স্থান পেয়েছিলেন। তাছাড়া, বিন লাদেনের বক্তব্য থেকেই জানা যায় তিনি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে সাদ্দামকে পছন্দ করতেন না। সৌদি সরকার একবার বিন লাদেনকে ভাড়া করতে চেয়েছিল সাদ্দামের প্রশাসনকে উৎখাতের জন্য। তাই বলা যায়, দ্বিতীয় অভিযোগ একদম ডাহা মিথ্যে।

তৃতীয় অভিযোগ সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী, রাসায়নিক অস্ত্র রয়েছে। যেকোন সময় তিনি আমেরিকা কিংবা ইউরোপের যেকোন দেশে প্রতিশোধ হিসেবে ফাটিয়ে দিতে পারেন কিংবা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে তুলে দিতে পারেন। মুলত এই অভিযোগের ধুয়ো তুলে আমেরিকা, বৃটেনসহ আরো কয়েকটি দেশ ইরাকে আগ্রাসন চালায় ২০০৩ সালে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমেরিকার সেনাবাহিনী কিংবা তাদের মিত্রজোট এই অভিযোগের স্বপক্ষে একটি প্রমাণও হস্তান্তর করতে পারেনি। তাছাড়া গণবিধ্বংসী অস্ত্র কার কাছে, কী কী পরিমান আছে, তা বিশ্ববাসী ভালোভাবেই জানে। ইরাক যুদ্ধের সময় (২০০৩) আমেরিকান হানাদারেরা ইরাকের ফালুজা ও নাজাফ শহর দখলের সময় নিষিদ্ধঘোষিত ইউরেনিয়াম শেল, ব্যাংকার বিধ্বংসী বোমা, ফসফরাস গ্যাস সহ জৈবরাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। সেক্ষেত্রে মার্কিন বাহিনী কিংবা তার মিত্রবাহিনীর কোন অপরাধ নেই। যত দোষ, নন্দ ঘোষ। এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধে ও কুর্দী বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে সাদ্দাম যেসকল জৈবরাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন (তা অবশ্যই নিন্দনীয় ও অপরাধযোগ্য), সেগুলি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তা কী বিশ্ববাসী ভুলে গেছে? কোন কোন মার্কিন কর্মকর্তা জীবানু অস্ত্রের লিস্ট নিয়ে এসে সাদ্দামকে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা জনগণ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে। অথচ আজ, সাদ্দামের ফাঁসি হলেও একই অপরাধে মার্কিন কর্মকর্তারা বহাল তবিয়তে আছেন। একেই বলে পশ্চিমাদের উদার, ন্যায়পরায়ণ, গণতান্ত্রিক কাঠামো!!

কিছুকথা : দীর্ঘ আট বছর যাবৎ সাদ্দামের হোসেনের চাপিয়ে দেয়া ইরাক-ইরান যুদ্ধের জন্য সাদ্দাম অবশ্যই যুদ্ধাপরাধ করেছেন। এমন কী কুয়েতে আগ্রাসন চালিয়েও ভুল করেছেন। কিন্তু সাদ্দামকে গ্রেফতার করার পর সাদ্দামকে ইরান বা কুয়েতের হাতে তুলে না দিয়ে কিংবা জাতিসংঘের অধীনে আন্তর্জাতিক আদালতে সাদ্দামকে হস্তগত না করে, মার্কিনীদের তল্পীবাহক বর্তমান ইরাকি প্রধানমন্ত্রী নুরী-আল-মালিকী'র অধীনে বিচার করাটা কতোটা যুক্তিযুক্ত? সাদ্দামের শাসনামলে ইরাকে অনেক মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সংখ্যালঘু শিয়া-কুর্দী জনগোষ্ঠী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আমি মনে করি, ন্যায়ের স্বার্থেই, সত্য উদঘাটনের লক্ষ্যেই এই সকল অপরাধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু যে প্রকৃয়ায় তড়িঘড়ি করে সাদ্দাম হোসেনের বিচার হয়েছে, তা ইতিহাসে কলঙ্কিত প্রহসনমূলক বিচার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

কিছু প্রশ্ন, কিছু ভাবনা : একটি স্বাধীন দেশে সরকারকে (যতই স্বৈরাচারী হোক) বাইরে থেকে বিশ্বজনসমর্থন

ব্যতীত অস্ত্রের মুখে উৎখাত করা হলো। এবং প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে সাদ্দামের ফাঁসি কার্যকর করা হলো। কিন্তু যে দখলদার শক্তি ইরাকে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক হত্যা করে চলছে তার বিচার করবে কে? কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বাস্তুহারা হচ্ছে অগণিত। এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কে করবে? কারা ফিরিয়ে দিবে সেই সকল নিরাপরাধ ইরাকিদের সোনালী অতীত? ইরাকে স্বাধীনতাকামী গেরিলাযোদ্ধাদের সাথে লড়াইয়ে মার্কিন বাহিনী এরই মধ্যে তাদের নিজেদের তিন হাজার সংখ্যক সেনাসদস্য হারিয়েছে। এই অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার জন্য মার্কিন বাহিনী কার কাছে জবাবদিহি করবে? সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করে, মার্কিনিরা কোন উন্নতর, গণতান্ত্রিক ইরাক তো তৈরি করতে পারে নি বরং সাদ্দাম শাসনামলের চেয়েও জঘন্য অবস্থা তৈরি করেছে বর্তমান ইরাকে মার্কিনিরা। ইরাকের বর্তমান অবস্থার জন্য ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

উপসংহার : সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, সাদ্দামের ফাঁসির সময় জর্জ বুশ টেক্সাসে তাঁর খামার বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি সাদ্দামের ফাঁসিকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "ইরাকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।" বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি বললেন, " শেষ পর্যন্ত তাঁর উচিত বিচার হয়েছে।" রাশিয়া দুঃখ করে বলেছে, "আন্তর্জাতিক আবেদনকে উপেক্ষা করে সাদ্দামকে ফাঁসি দেয়া উচিত হয় নি।" ইরাকের পরাধীন প্রধানমন্ত্রী নূরি-আল-মালিকী বলেছেন, "সাদ্দামের ফাঁসি ইরাকের বিরুদ্ধে কোন হামলা নয়।" "তিনি ইরাকি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।" মার্কিন গণমাধ্যমের ভাষ্য (এই রায় কার্যকর হওয়ার ফলে "সাদ্দাম" নামক অধ্যায়ের যাবনিকাপাত ঘটলো), আমি সমর্থন করি না। বরং আমি মনে করি, সাদ্দামের এই মৃত্যুতে ইরাকে সাদ্দামের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হলো। ইরাকে এখন মোটেই প্রতিরোধযুদ্ধ থেমে যাবে না, বরং তা ভয়াভহ আকার ধারণ করবে। ব্রিটিশ সাংবাদিক **রবার্ট ফিস্ক** ঠিকই বলেছেন (**প্রথম আলো**, ৩১শে ডিসেম্বর), সাদ্দামের ফাঁসির জন্য আরবরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করবে। তারা ভাববে, পশ্চিমা বিশ্ব এমন একজন আরব নেতাকে ধ্বংস করলো, যিনি আর ওয়াশিংটনের নির্দেশ মানছিলেন না৷ তাঁর সব অপরাধ ছাপিয়ে নব্য ক্রুসেডারদের হাতে তিনি শহীদ হয়েছেন, এটাই প্রতিষ্ঠা পাবে। সাদ্দামের হোসেনের মৃত্যুতে শুধু পশ্চিমা শাসক জর্জ বুশ কিংবা টনি ব্লেয়ারই খুশি হননি, হয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের আরেক নেতা, ওসামা বিন লাদেন। সাদ্দামের মৃত্যুতে এখন ইরাকে আল-কায়েদা রিক্রুট সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। সাদ্দামের মৃত্যুতে বিশ্বনেতারা (আমাদের দেশের দুই নেত্রীসহ) যার যার হিসেব মিলাতে ব্যস্ত। কার প্রাপ্তি কতটুকু, কার প্রাপ্তি বেড়ে যাবে? ইত্যাদি। কিন্তু কে শুনবে, সেই ১৩ বছরের শিশু জসিমের আর্তনাদ, যে ইরাকে ইউরেনিয়াম বর্জ্যের প্রাদুর্ভাবের ফলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইরাকের আরো কয়েক লক্ষ্য শিশুর মতোই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে; মৃত্যুর আগে '**পরিচয়পত্র** ' নামক কবিতায় লিখেছিল :

"নিজের নাম : ভালোবাসা
শ্রেণী : প্রাণহীন কক্ষ
ইস্কুল : কষ্ট বিদ্যালয়
প্রশাসনিক অঞ্চল : দুঃখপুর
শহর : দীর্ঘশ্বাস সিটি
রাস্তা : দুর্দশা রোড
টেলিফোন নাম্বার : এক শূণ্য শূণ্য শূণ্য ট্রিপল জিরো হাহাকার।"

- -সমাপ্ত - -

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠